মেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে। নৈষ্কর্ম্ম্যাং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ। য আশু হৃদয়গ্রন্থিং নির্জ্জিহীর্ষুঃ পরাত্মনঃ। বিধিনা চ যজেদ্দেবং তন্ত্রোক্তেন চ কেশবম্ ইত্যাদি ॥ ৬২ ॥

অগ্রে ১১।৩ অধ্যায়ে শ্রীআবির্হোত্র যোগীন্দ্র শ্রীনিমি মহারাজকে বলিয়াছেন—হে রাজন্! বেদ-তাৎপর্য্য অতি দুর্জ্ঞেয়। অন্য উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত বিষয় সঙ্গোপন করিবার জন্য অন্যপ্রকার করিয়া বলাই বেদের স্বভাব এবং ইহার নাম পরোক্ষবাদ। অল্পবুদ্ধিজনের স্বর্গাদি সুখভোগস্থানপ্রাপ্তির সংবাদ দিয়া কর্ম্মনিবৃত্তির জন্য কর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতেছেন। ব্যাধি-পীড়িত বালকগণের ব্যাধিনিবৃত্তির জন্য ঔষধ সেবনের অভিপ্রায়ে লড্ডুকাদি প্রদানের লোভ দেখাইয়া, অর্থাৎ "তুমি ঔষধ খাও, তোমাকে লড্ডুক দিব"—এইরূপ বাক্যে প্রলোভিত করিয়া ঔষধ পান করানোই যেমন হিতকারী বান্ধবগণের উদ্দেশ্য কিন্তু লড্ডুক ভোজন করান উদ্দেশ্য নহে, তেমনি স্বর্গ সুখভোগের স্থানের কথা উল্লেখ করিয়া কর্ম্মরোগ নিবৃত্তির জন্য কর্ম্ম করিতে শাস্ত্র আদেশ করেন। এইরূপ সিদ্ধান্তের উপরে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে—কর্ম্মত্যাগই যদি পুরুষার্থ হয়, তাহা হইলে প্রথম হইতেই কর্ম্মত্যাগ করুক্! তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ নিজে অনভিজ্ঞ। অতএব সেই পুরুষ যদি কর্ম্ম না করে, তাহা হইলে বেদবিরুদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে এবং বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান না করা জন্য অধর্ম্মে মৃত্যুর পর মৃত্যুই লাভ করিবে। অতএব বেদবিহিত কর্ম্মই করিবে, কিন্তু বেদনিষিদ্ধ কর্ম্ম কখনও করিবে না। তাহাতে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে যে—কর্ম্ম করিলে সেই কর্ম্মে আসক্তি এবং কর্ম্মজন্য ফলোৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী। নৈষ্কর্ম্ম্যরূপা-সিদ্ধি কেমন করিয়া হইতে পারে? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—অনভিনিবেশে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া ঈশ্বরে সেই সকল কর্ম্ম সমর্পণ করিবে, কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা করিবে না। তাহা হইলেই নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ নিষ্কর্মভাব উপস্থিত হইবে। তাহাতেও একটা প্রশ্ন উঠিবে—কর্ম্ম করিলে কর্ম্মের ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে। যেহেতুক শ্রুতিতে কর্ম্মের ফল উল্লেখ করা আছে। তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—কর্ম্মে রুচি উৎপাদনের জন্যই কর্ম্ম করিতে আদেশ করেন। বস্তুতঃ নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিলে কোনও ফলোদয় হইবে না। এই প্রকার বৈদিক-কর্ম্মযোগের কথা উল্লেখ করিয়া এইক্ষণ তন্ত্রবিহিত কর্ম্মের কথা আদেশ করিতেছেন। যে জন শীঘ্র স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ হইতে ভিন্নবস্তু আত্মার হৃদয়ের অহঙ্কাররূপ গ্রন্থিছেদনের ইচ্ছা করেন, তিনি তন্ত্রবিহিত